স্মার্ট বাংলাদেশঃ ধারনা ও লক্ষ্য

খান মাসুম বিল্লাহ
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
দিঘলিয়া, খুলনা।

স্মার্ট বাংলাদেশ

গত ৭ এপ্রিল, ২০২২ তারিখে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে গঠিত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স' এর ৩য় সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় বাস্তবায়ন করা হবে 'স্মার্ট বাংলাদেশ'। ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্সের সভার সিদ্ধান্তের প্রায় আট মাস পর গত ১২ ডিসেম্বর, ২০২২ ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস-২০২২ এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা দিলেন ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণের অর্থ্যাৎ তিনি ঘোষণা দিলেন আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে জ্ঞান-ভিত্তিক অর্থনীতি ও উদ্ভাবনী বাংলাদেশ। তিনি বললেন, 'আমরা আগামী ২০৪১ সালে বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলব। আর সেই সঙ্গে বাংলাদেশ হবে 'স্মার্ট বাংলাদেশ'।

স্মার্ট বাংলাদেশ' বলতে স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সমাজ, স্মার্ট অর্থনীতি ও স্মার্ট সরকার গড়ে তোলাকে বুঝানো হয়েছে। যেখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও আর্থিক খাতের কার্যক্রম স্মার্ট পদ্ধতিতে রূপান্তর, সরকারি ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন এবং উন্নয়নে দক্ষ ও স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণসহ সরকারি বিভিন্ন সেবা কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশন করা হবে।

স্মার্ট বাংলাদেশ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, ২০৪১ সালের স্মার্ট বাংলাদেশ হবে সাশ্রয়ী, টেকসই, বুদ্ধিভিত্তিক, জ্ঞানভিত্তিক এবং উদ্ভাবনী বাংলাদেশ। তিনি স্মার্ট সিটি ও স্মার্ট ভিলেজ বাস্তবায়নের জন্য স্মার্ট স্বাস্থ্যসেবা, স্মার্ট ট্রান্সপোর্টেশন, স্মার্ট ইউটিলিটিজ, নগর প্রশাসন, জননিরাপত্তা, কৃষি, ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য তিনি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, রোবটিক্স, মাইক্রোচিপ ডিজাইনিং অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং ও সাইবার সিকিউরিটি এই চারটি প্রযুক্তিতে আমাদের মনোযোগী হতে হবে মর্মে উল্লেখ করেন

স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স

স্মার্ট বাংলাদেশ' বাস্তবায়নের জন্য গত আগস্ট ১৬, ২০২২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে গঠিত হয়েছে 'স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স'। 'স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স'র সদস্য সংখ্যা ৩০ জন যারমধ্যে রয়েছে পাঁচজন মন্ত্রী, একজন প্রতিমন্ত্রী এবং সচিবসহ বিভিন্ন সরকারি -বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিবকে এই টাস্কফোর্সের সদস্য-সচিব করা হয়েছে।

স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স’ এর কার্যপরিধি

স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স’ এর নয়টি কার্যপরিধিও সুস্পষ্ট করা হয়েছেঃ যথা-

১. অগ্রসরমান তথ্যপ্রযুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান;

২। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও আর্থিক খাতের কার্যক্রম স্মার্ট পদ্ধতিতে রূপান্তরের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে দিক নির্দেশনা প্রদান;

৩. স্মার্ট ও সর্বত্র বিরাজমান সরকার গড়ে তোলার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক, বাণিজ্যিক ও বৈজ্ঞানিক পরিমন্ডলে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক বিধি-বিধান প্রণয়নে দিক নির্দেশনা প্রদান;

৪. বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ উৎক্ষেপণে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান;

স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স’ এর কার্যপরিধি

৫. এজেন্সি ফর নলেজ অন এরানোটিক্যাল অ্যান্ড স্পেস হরাইজন (আকাশ) প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান;

৬. ব্লেন্ডেড এডুকেশন মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং ফাইভজি সেবা চালু পরবর্তী সময়ে ব্যান্ডউইথের চাহিদা বিবেচনায় চতুর্থ সাবমেরিন ক্যাবলে সংযোগের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান;

৭. রপ্তানি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মেড ইন বাংলাদেশ পলিসি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সময়াবদ্ধ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে দিক নির্দেশনা প্রদান;

৮. আর্থিক খাতের ডিজিটালাইজেশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান এবং

৯. স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ (Smart Citizen, Smart Society, Smart Economy & Smart Government) বাস্তবায়নে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে দিক নির্দেশনা প্রদান।

স্মার্ট বাংলাদেশের স্তম্ভ

২০২২ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দেন—২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ বিনির্মাণের। অর্থাৎ আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি ও উদ্ভাবনী বাংলাদেশ যার স্তম্ভ হবে চারটি।

(১) স্মার্ট সিটিজেন;

(২) স্মার্ট গভর্নমেন্ট;

(৩) স্মার্ট ইকোনমি এবং

(৪) স্মার্ট সোসাইটি।

স্মার্ট সিটিজেন

স্মার্ট সিটিজেন অর্থ হলো আইসিটি সক্ষম সিটিজেন, যারা উন্নত মানব সম্পদ। সরকার স্মার্ট সিটিজেন তৈরির লক্ষ্যে দেশে শতভাগ দ্রুতগতির মানসম্মত ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সরকার ইতিমধ্যে বাংলাদেশকে ' ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ে '- তে সংযুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। ডিজিটালি দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে সরকার ইতিমধ্যে আটটি বিভাগে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একশতটিরও বেশি শেখ রাসেল স্কুল অভ ফিউচার এবং দুই হাজার পাঁচশত এর বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্হাপন করেছে। চাহিদাভিত্তিক ও বাজারমুখী দক্ষ তরুণ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে সরকার ইতিমধ্যে কমবেশি ৩ মিলিয়ন তরুণ, যাদের বয়স ১৮ থেকে ৩৫, তাদের কাছে ডিজিটাল লার্নিং কোর্স কনটেন্ট পৌঁছে দিয়েছে।

স্মার্ট গভর্নমেন্ট

স্মার্ট গভর্নেন্সের ধারণাটি তখনই স্মার্ট বাংলাদেশ তৈরিতে ভূমিকা রাখবে যখন সরকার দেশের শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে সক্ষম হবে। জনগণও শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে সরকারকে সহায়তা করবে। রাষ্ট্রের উন্নয়নে সরকার ঘোষিত বাজেটের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব থাকবে। অর্থাৎ সরকার প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত যা বাজেট দেবে সেটা স্বচ্ছ হবে। এছাড়া প্রকল্পের মেয়াদ বর্তমান সময়ের মতো বারবার বাড়ানো হবে না। বরং নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই প্রকল্পের কাজ শেষ হবে। এজন্য সরকারকে আলাদা কোনো বাজেটও দিতে হবে না। কাজগুলো ঠিকভাবে হচ্ছে কিনা তার সার্বিক তত্ত্বাবধানের জন্য মনিটরিং করা হবে।

স্মার্ট গভর্মেন্ট বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সিএমএসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য ডিজিটাল সেন্টারভিত্তিক ওয়ানস্টপ সেবাকেন্দ্র এবং প্রকল্পের কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে পিপিএস ও আরএমএস সফটওয়্যার এবং অনলাইন রিপোর্ট ম্যানেজমেন্ট (আরএমএস) সিস্টেম চালু করা হয়েছে।

স্মার্ট ইকোনমি

স্মার্ট ইকোনমির মূল কনসেপ্টই হলো ক্যাশলেস ট্রানজিশন বা টাকাবিহীন অর্থনৈতিক লেনদেন। স্মার্ট ইকোনমির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের আয় ও খরচের স্বচ্ছতা থাকবে। কোনো ব্যক্তির সম্পত্তির পরিমাণ কতটুকু সেটা সরকারের কাছে তথ্য থাকবে। তার জন্য রাষ্ট্রকে ট্যাক্স বা রাজস্ব দিতে হবে। বর্তমানে লুকোচুরি করে ট্যাক্স ফাঁকি দেয়ার সুযোগ থাকলেও স্মার্ট ইকোনমি প্রতিষ্ঠিত হলে সেই সুযোগ চিরতরে বন্ধ হবে। এছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অনিয়মগুলো চিহ্নিত করা সহজ হবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ ধারণাটি পাকাপোক্ত হওয়ার পরেও অনিয়ম চলছে। কিন্তু স্মার্ট ইকোনমি বাস্তবায়িত হলে এক্ষেত্রে অনিয়ম করার সুযোগ থাকবে না। ব্যক্তি চাইলেই তার সম্পত্তির হিসাব লুকাতে পারবে না। এটা সবার কাছে স্বচ্ছ হয়ে যাবে। এজন্য অর্থনীতিকে ব্যাংকিং চ্যানেলের অধীন নিয়ে আসতে হবে। কেউ যদি ব্যক্তিগতভাবে টাকা নিজের কাছে গচ্ছিত রাখে সেক্ষেত্রে স্মার্ট ইকোনমির বিষয়টি বাস্তবায়ন করা কষ্টসাধ্য হবে।

স্মার্ট ইকোনমি গড়ে তুলতে দেশব্যাপী ডিজিটাল সেন্টারগুলোতে প্রবাসী হেল্প ডেস্ক চালু, সরকারের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রম ত্বরান্বিতকরণে ডিজিটাল সেন্টারের নারী উদ্যোক্তাদের নিয়ে ‘সাথী’ নেটওয়ার্ক সৃষ্টি, দেশের সব পরিষেবা বিল প্রদানের পদ্ধতি সহজীকরণে সমন্বিত পেমেন্ট প্ল্যাটফরম ‘একপে’-তে আটটি আর্থিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের নতুন পেমেন্ট চ্যানেল যুক্ত করা হয়েছে।

স্মার্ট সোসাইটি

স্মার্ট সোসাইটির ধারণাটি স্মার্ট সিটিজেনের ধারণার বৃহৎ পরিসর। যে সমাজে মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনাচার প্রযুক্তির ওপর নির্ভর করেই পার করতে সক্ষম হবে এবং তারা তাতেই অভ্যস্ত হবে সেটা হবে স্মার্ট সোসাইটি। এক্ষেত্রে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতাও রয়েছে। বর্তমানে গবেষণার দিকে সরকারে বাজেট অন্য খাতের তুলনায় কম। কিন্তু, স্মার্ট বাংলাদেশ তৈরি করতে হলে গবেষণা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

স্মার্ট বাংলাদেশের ফলাফল

আগামী ২০৪১ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে আদর্শগত এমন রূপান্তর ঘটাবে যেখানেঃ

(ক) সকল সেবার ভিড়ে না হারিয়ে নাগরিকগণ নিজের প্রয়োজনীয় সেবা সহজে খুঁজে পাবেন;

(খ) সেবা গ্রহিতার দায় নয় সেবা প্রদানকারীর দায়কে শক্তভাবে দেখা হবে;

(গ) সরবরাহ কেন্দ্রিক থেকে চাহিদা কেন্দ্রিক সার্ভিসের যোগান হবে;

(ঘ) নাগরিকগণকে এখন ডিজিটাল মাধ্যমেও নানান চ্যানেলে (অ্যাপ, ওয়েব, কল সেন্টার ইত্যাদি নানা প্লাটফর্ম ব্যবহার করতে হয়) সেবা গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু স্মার্ট বাংলাদেশে একটি মাত্র প্লাটফর্ম থেকে নাগরিকগণ সকল চাহিত সেবা পাবেন। নানান পরিচয় নম্বরের (যেমন এনআইডি, পাসপোর্ট, জন্ম নিবন্ধন নম্বর ইত্যাদি) পরিবর্তে একটি পরিচয় নম্বর (ইউনিক আইডি) দিয়ে সকল কার্যক্রম সম্পাদন এবং (

ঙ) সরকারি সেবা প্রদানকে দেখা হবে সেবা গ্রহিতার চোখে, সেবা দাতার চোখে নয়।

স্মার্ট বাংলাদেশের ফলাফল

ইতিমধ্যে সরকারের বিভিন্ন দপ্তর/ সংস্থা ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ বাস্তবায়নে কার্যক্রম শুরু করেছে। ‘স্মার্ট বাংলাদেশে’ গ্রাম, শহর, অফিস সবই স্মার্ট হবে | স্মার্ট সিটি, স্মার্ট ভিলেজ এবং স্মার্ট অফিস ধারনাকে বাস্তবায়নে কাজ শুরু করেছে এটুআই প্রকল্প। ইতিমধ্যে, এটুআই প্রকল্পের পক্ষ থেকে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন অংশীজেনর সহায়তায় ‘স্মার্ট ভিলেজ’ কনসেপ্টের পাইলটিং করা হচ্ছে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ ও নাটোর জেলার সিংড়ায় উপজেলায়। একই সাথে ‘স্মার্ট সিটি’ পরীক্ষামূলক বাস্তবায়ন শুরু করা হয়েছে বুয়েটে, ‘স্মার্ট অফিস’ ধারণায় যেখানে সকল নাগরিক সেবা পাবে অনলাইনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে গাজীপুর জেলা এবং বাগেরহাটের ফকিরহাট উপজেলায়। স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যপূরণে যথার্থ জ্ঞান, দক্ষতা এবং যোগ্যতাসম্পন্ন সিভিল সার্ভিস গড়ে তুলতে এটুআই প্রোগ্রাম পরিচালনা করছে ‘সিভিল সার্ভিস ২০৪১: ডিজিটাল লিডারশীপ জার্নি’ |

স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ বিনির্মাণের লক্ষ্যে একটি সময়োপযোগী, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও স্মার্ট শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ‘জাতীয় ব্লেন্ডেড শিক্ষা ও দক্ষতা বিষয়ক মহাপরিকল্পনা’-এর খসড়া প্রণয়নে ব্লেন্ডেড শিক্ষা বিষয়ক জাতীয় টাস্কফোর্স-কে কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে এটুআই | ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) এটুআই-কর্তৃক উদ্ভাবিত মাল্টিমিডিয়া টকিং বই প্রণয়ন ও এর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

ধন্যবাদ